ঝিনাইদহে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

শীতার্ত ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকালে ঝিনাইদহ সমাজসেবা অফিস প্রাঙ্গণ, পৌরসভার সামনে, পৌর গোরস্থান এলাকা ও রেড ক্রিসেন্টসহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পটে এ কম্বল বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধা, স্বামী পরিত্যক্তা নারীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির অসহায় ও দুস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল প্রদান করা হয়।

সেসময় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, স্থানীয়র সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মিজানুর রহমান, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবিরসহ সমাজসেবা অধিদপ্তর, পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। শীতের তীব্রতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কোনো মানুষ কষ্ট না পায় এ লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।

উপকারভোগীরা জেলা প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখার দাবি জানান।

আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে যুবশক্তি-জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমান বলেছেন, আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি বা সম্পদ হচ্ছে যুবশক্তি। আমরা যদি এই যুব শক্তিকে সত্যিকার অর্থে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমাদের কাঙ্খিত স্বপ্নের বাংলাদেশ বির্নিমাণ করা অসম্ভব নয়।

আজ বৃহস্পতিবার (২৮নভেম্বর) সকালে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমির অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে কুষ্টিয়ায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি প্রশাসক নই। আমি আপনাদের ভাই। প্রশাসনের কোন কর্মকর্তাকে আপনাদের শত্রু ভাববেন না। আমি আপনাদের সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে থেকে কাজ করতে চাই।

জেলা প্রশাসনের এনডিসি তাফসিরুল হক মুনের সঞ্চালনায় স্মরণ সভায় অন্যান্যের মধ্যে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, যশোর সেনা নিবাসের রওশন আরা রেজিমেন্টের সিও লেঃ কর্নেল মাহবুবুল আলম শিকদার, ৪৭বিজিবি অধিনায়ক মাহবুব মোর্শেদ, কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ আকুল উদ্দিন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব মুস্তাফিজুর রহমান, আন্দোলনে আহত রাকিবুল হাসান রিংকু, শরিফুল ইসলাম, আন্দোলনে নিহত মো: সবুজের স্ত্রী রেশমা খাতুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত করেন কালেক্টরেট জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মো: আব্দুস সামাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারের সদস্যদের মাঝে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে চেক বিতরণ করা হয়।

জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সংবর্ধনা

মেহেরপুর-১ আসনে তৃতীয় বারের মত সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ফরহাদ হোসেনকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
এ সময় জেলা প্রশাসক শামীম হাসানসহ জেলার সকল সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

ফুল দেওয়া শেষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী।

বক্তব্যে তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগনের জন্য আমাদের সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। যেখানেই দূর্ণীতি সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে দূর্ণতির অভিযোগ উঠবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তিনি আরো বলেন,প্রশাসনকে জনগনের সেবক হিসাবে কাজ করতে হবে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর এখন স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রশাসেন দুর্ণিতি থাকলে উন্নয়ন অগ্রযাত্র ব্যাহত হয়। তাই কোন ধরনের দুর্ণিতি প্রশ্রয় দেওয়া হবেনা। আমাদের কাছে আগামী ৫ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি সুন্দর,উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই।

এছাড়াও এসময় মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক রবিউল ইসলাম, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক,জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় মেহেরপুরে পালিত হচ্ছে মহান বিজয় দিবস। শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) সূর্যদয়ের সাথে সাথে শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শহীদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক। এসময় স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক শামীম হোসেন,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিউজা-উল-জান্নাহ,সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ রনী খাতুন, মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.মোঃ রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

পরে একে একে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, সিভিল সার্জন অফিস,সরকারী মহিলা কলেজ,জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা

সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও ৫টি পণ্য বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেয়ে রবিবার

থেকে বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিসি।

নিত্যপণ্য ডিম, আলু ও পেয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকায় গত বৃহস্পতিবার প্রতি পিস ডিমের দাম ১২ টাকা, আলুর কেজি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, দেশি পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা, সয়াবিন তেল ১৫৯ থেকে ১৬৯ টাকা, চিনি ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু গতকালও মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার ও পাড়া মহল্লার দোকানগুলো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এসকল পণ্য।

জেলা শহরের বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা যায় পাইকারিতে বড় বাজারে এলসি পেয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ টাকা,দেশি পেয়াজ ৮০ থেকে ৮৫ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, চিনি ১৩০ টাকা, সয়াবিন তেল ১৭০ টাকা লিটার, পামওয়েল ১৪৫ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম মানছেন না মেহেরপুরের
ব্যবসায়ীরা

পাড়া মহল্লার মুদি দোকানে এলসির পেয়াজ ৮০টাকা, দেশি পেয়াজ ৯০ টাকা, আলু ৪৫ টাকা, ডিম আকার ভেদে ৫২ থেকে ৫৪ টাকা হালি, চিনি ১৩০ টাকা কেজি, সয়াবিন তেল ১৭৫ থেকে ১৮০ টাকা লিটার ও পামওয়েল ১৪৫ থেকে ১৫০ টাকা লিটার দরে বিক্রি হচ্ছে।

বড়বাজারের আলু ও পেয়াজের পায়কারী ব্যবসায়ী সিরাজ বানিজ্যালয়ের সত্ত্বাধিকারী সিরাজ জানান, জেলা প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ীদের ১৬ সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত সময় বেধে দিয়েছে বেশি দামে ক্রয়কৃত মুজুদে থাকা পণ্য বিক্রি করে শেষ করতে। সরকার নির্ধারিত মুল্যে নতুন সবজির চালান রবিবার থেকে সরকার নির্ধারিত মুল্যে বিক্রি করা হবে।

মেহেরপুর বড়বাজার কাচাবাজারে ক্রেতা আরিফুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘সাধারন চাকুরি করি। বর্তমান বাজারে সংসারের চাহিদা মেটাতে যেয়ে বেতনের পাশাপাশি সঞ্চয় ভেঙে চলতে হচ্ছে। ‘

হোটেল বাজারে মুদি দোকানে আসা ক্রেতা শামিম বলেন, বর্তমান বাজারে প্রতিটি পন্য আড়ত থেকে খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত আসতে আসতে

মূল্য ২০ থেকে ২৫ টাকা বেড়ে যায়। এগুলো দেখার কেউ নেই। আর নিউজ করে কি করবেন। দু’এক দিন লোক দেখানো অভিজান হবে। এরপর আবার বাজার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

বাজার করতে আসা রিক্সা চালক আব্দুল মালেক ক্ষোভের সাথে বলেন,’ সারাদিন রিক্সা চালিয়েও এখন দুইবেলার খাবারের যোগান হয়না। ব্যবসায়িরা এতো খারাপ, ওরা ৫০০ টাকার পণ্য বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ করে।’

বড় বাজারের সবজি দোকানী মন্টু বলেন, আমার পাইকারি আড়তেই নির্ধারিত দামে মালামাল পাইনা। তাহলে ঐ দামে বিক্রি করবো কিভাবে।

মল্লিক পাড়ার মুদি দোকানি টোকন বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে আড়ৎ থেকে পণ্য কিনে এনে আমার দোকানে বিক্রি করি। আড়ৎ মূল্যের সাথে পরিবহনের খরচ থাকে। এর পর হয়তো পণ্যভেদে কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা লাভ হয়। আসলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে মহাজন ও পাইকারি পর্যায়ে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শামিম হাসান বলেন, ‘ বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দেওয়া চিঠির প্রেক্ষিতে মেহেরপুর জেলার ব্যবসায়ীদের সরকার নির্ধারিত মুল্যে পন্য বিক্রয় করা সহ দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন ও ক্রয়কৃত পণ্যের ভাওচার সংরক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলাপ্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হবে।

মেহেরপুরে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকার তালিকা চেয়ে জেলা প্রশাসনের

চিঠি

এই প্রথমবারের মত মেহেরপুর জেলায় নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টালের তালিকা চেয়ে দুই প্রেস ক্লাবকে চিঠি দিয়েছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল সোমবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার দেবাংশু বিশ্বাস সাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি চিঠি মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতিকে দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে গত ২৭ জুলাই বিভাগীয় আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক মেহেরপুর জেলায় কতটি নিবন্ধনকৃত ও অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকায় রয়েছে তা জানা আব্যশক। সে মোতাবেক চিঠি প্রাপ্তির স্বল্প সময়ের মধ্যে দুই ক্লাবের সভাপতিকে তালিকা প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলায় মেহেরপুর প্রতিদিন (meherpurpratidin.com) একমাত্র অনলাইন পত্রিকা হিসেবে চলতি বছরের ১১ মে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনভুক্ত হয়েছে। যার নিবন্ধন নম্বর ৪৯ (আঞ্চলিক)। এছাড়া অন্যগুলো নিবন্ধন পেয়েছে বলে জানা নেই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাল দিতে বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই - জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামাল দিতে বৃক্ষের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের বেশি বেশি করে বৃক্ষ রোপন করতে হবে। কারণ, বৃক্ষ আমাদের পরম বন্ধু। বৃক্ষ আমাদের সম্পদ, আগামী দিনের সুদূঢ়হ অর্থনৈতিক ভীত।

মেহেরপুরে বৃক্ষ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

আজ শনিবার (২৯ জুলাই) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অফিস চত্ত্বরে ৭ দিন ব্যাপি এই বৃক্ষ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ এ মেলার আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী চলবে এ মেলা। জেলা প্রশাসক শামীম হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃক্ষ মেলার আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ উপপরিচালক শঙ্কর কুমার মজুমদার, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি) আব্দুল কাদিরেরর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জিএম মোহাম্মদ কবির।

এর আগে শনিবার সকালে মেহেরপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের অফিস চত্তরে গিয়ে শেষ হয়।

বনজ, ফলজ ঔষধি গাছ বেশিবেশি করে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুরের মাঠগুলো সবুজে ভরপুর। আমাদের এলাকায় জলবায়ুর বিরুপ প্রভাব সেটা আমরা অনুভব করতে পারছি। তাই আমাদের বাড়ির আঙিনায় অবস্যই একটি ফলের গাছ, ◌্একটি ওষধি গাছ ও একটি করে বনজ গাছ লাগাতে হবে।
তিনি বলেন, আমাদের শিশুরা গাছের প্রতি দূর্বল থাকে। তাই শিক্ষকদের কাছে অনুরোধ গাছ লাগানো ও গাছের উপকারিতার উপর শিশুদের বলবেন। দেখেবেন তারা গভীর মনযোগ দিয়ে শুনছেন।

মেলায় ৪১ টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এতে জেলার বিভিন্ন এলাকার নার্সারি বাগান মালিকরা অংশ নিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় রমজান মাস এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে বাজারে প্রশাসনের যৌথ মনিটরিং

চুয়াডাঙ্গা জেলায় পবিত্র মাহে রমজান এবং আসন্ন ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও শপিংমল পরিদর্শন এবং বাজারদর প্রশাসনের পক্ষ থেকে যৌথ মনিটরিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার বড়বাজার সংলগ্ন নিচের কাঁচামালের দোকান, মুরগির দোকান, মাংসের দোকান, মাছের বাজার, মুদি দোকান, পুরাতন গলি কাপড়ের দোকান, নিউমার্কেট ও আব্দুল্লাহ সিটি শপিংমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য তদারকি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এসময় বড় বাজার সংলগ্ন মুদিদোকানে মূল্য তালিকা না থাকার অপরাধে, মাছের বাজারে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে মাছ বিক্রির অপরাধে, চুয়াডাঙ্গা নিউমার্কেট ও আব্দুল্লাহ সিটি শপিংমলে ধার্য মূল্যের অধিক দামে কাপড় বিক্রির অপরাধে বেশ কয়েকজন দোকানদারকে জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি, জনসাধারণের চলাচলের জন্য ফুটপাত দখলমুক্ত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান, এসময় তিনি বলেন আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর এবং চলমান মাহে রমজানে ব্যবসায়ীরা নকল ও ভেজাল পণ্য এবং কোন পণ্যের উপরে দাম অতিরিক্ত নিচ্ছে কিনা সেইজন্য বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। এসময় তিনি ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান করে বলেন পবিত্র মাহে রমজান ও আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সকল পণ্যদ্রব্য সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে হবে পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য বড়বাজার এবং নিউমার্কেট এলাকার বাজার এর সকল ব্যবসায়ীদের আহব্বান জানান এ সময় তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং রমজান মাসে কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের অনুরোধ জানান ।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে মাছ, মাংস (মুরগী, গরু, খাসি) ভোজ্য তেল, চিনি, খেজুর, চাউল, সকল প্রকার

সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার( প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, জাতীয় ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ ও জেলা মার্কেটিং অফিসার মোঃ শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন, সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন, মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি, আসন্ন রমজান উপলক্ষে বাজার স্থিতিশীল রাখা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

ডিসি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনার অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট ১১৭টি গৃহ ( মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৬১টি, গাংনী উপজেলায় ৪৭টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৯টি) হস্তান্তর করা হচ্ছে। ৪টি পর্যায়ে মেহেরপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত নির্মিত গৃহের সংখ্যা সর্বমোট ৩৯৯টি ( মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৯২টি, গাংনী উপজেলায় ১৬৫টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪২টি)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস,

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, ।

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, বাসসের সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, দৈনিক ভোরের কাগজ সাংবাদিক মর্তুজা ফারুক রূপকসহ মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের বিভিন্ন সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসনের পক্ষে শেখ রাসেল দিবস পালিত

শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, র্যালি আলোচনা সভা ও দোওয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে শহীদ শেখ রাসেল দিবস পালিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে ৯ টার সময় শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে একটি র্যালি বের হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এসব কর্মসূচীর আয়োজন করে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান মেহেরপুর পাবলিক লাইব্রেরি চত্বরে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মনসুর আলম খান জেলাবাসীর পক্ষে, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম জেলা পুলিশের পক্ষে, সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আলম সিদ্দিকী স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন পৌরসভা ও জেলা যুবলীগের পক্ষে, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম সদর উপজেলা পরিষদের পক্ষে, সরকারি মহিলা কলেজের পক্ষে অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা

পরিষদ এর পক্ষে সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা শিল্পকলা একাডেমীর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান পুস্পা অর্পণ করেন। এছাড়া সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দফতর পৃথক পৃথকভাবে পুষ্পা অর্পণ করেন।